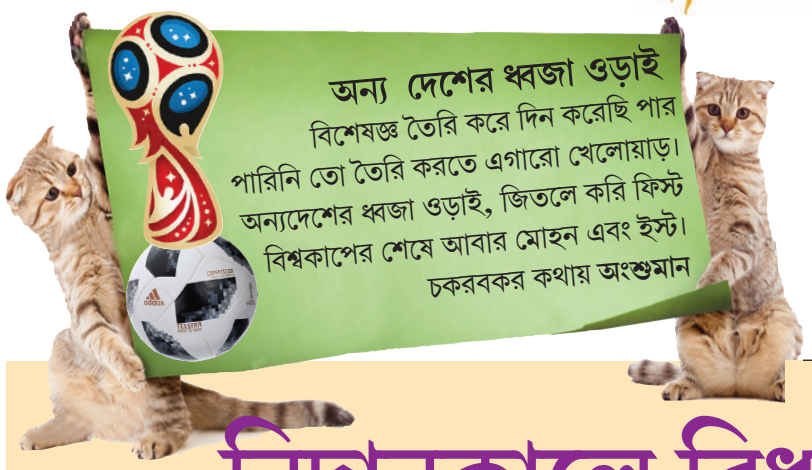

নিদানকালে বিধান রায়

সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। নাড়ি টিপেই পিত্ত–কফ–হার্ট–লাংসের কলকবজার খবরাখবর। কেনেডিরও চিকিৎসক। সামলেছেন বঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব। ১ জুলাই জন্মদিনে তাঁর নামেই চিকিৎসক দিবস। এমন প্রণম্য মানুষের কথা অথবা আপনার দেখা অন্য কোনো সুচিকিৎসকের কথায় ঘেঁটে–ঘ। ২য় পর্ব

প্রেসক্রিপশন

জহর ঘোষ

প্রেসক্রিপশনের পাতাটা সামনে খোলা। নিবিষ্ট চিত্তে সেখানে কিছু লিখে চলেছেন ডাক্তারবাবু। উলটোদিকে চেয়ারে বসে অরুণ। একটানা বলে চলেছে তার অসুখের ফিরিস্তি। পেটে চিনচিনে ব্যথা। আরও কত কি।

–তোমার বলা শেষ হয়েছে? অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন ডাক্তারবাবুর।

থতমত খেয়ে তোতলাতে থাকে অরুণ। না...না...পে...পে।

–সেই কখন থেকে পে পে করছ? আমি যা প্রেসক্রিপশনে লিখেছি ঠিক মতো ফলো করতে পারবে?

বলেই প্রেসক্রিপশনটা এগিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু। প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে অরুণ হতভম্ব। এ কি এখানে তো গোল চক্রাকারে কিছু আঁকা। অবাক হয়ে অরুণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ডাক্তারবাবুর দিকে। এবার গম্ভীর মুখে তিনি বলতে শুরু করলেন–

–ভালো করে দেখ, প্রেসক্রিপশনে চক্রের প্রথমেই আছে ৬, তারপর ৯, তারপর ১২, এরপর ৩, আবার ৬। এভাবেই চক্রাকারে তীরচিহ্ন দেওয়া আছে।

অরুণের মুখ যেন আরও বড়ো হাঁ হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। বিড়বিড় করে বলতে শুরু করল, ছয়...নয়...বা..বারো।

–ঠিক তাই। এরপর শোনো, অন্তত সাতদিন তোমায় শুধু দুধ খেয়েই থাকতে হবে। সকাল ছয়টা, নয়টা, বারোটা, তিনটা, আবার সন্ধ্যা ছয়টা, রাত নয়টা। এরপর ঘুম। আবার পরদিন ছয়টা, নয়টা, বারোটা।

–ডাক্তার বাবু ওষুধ?

–আর কোনো ওষুধ নয়। এভাবেই তোমাকে সাতদিন থাকতে হবে। দেখবে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন পেটের ব্যথা হবে না। অরুণ মুখ ব্যাজার করে বাড়ি ফিরে এসে মাকে সব বলতেই তিনি বলে উঠলেন,

–ডাক্তার তো নয়, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। ডাক্তারের কথা তোকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে বাবা।

পরিশেষে স্থান কাল পাত্রের উল্লেখ করে ঘটনার যবনিকা টানি। ষাটের দশকের শিলিগুড়ি। তখন খাঁটি দুধের কোনো অভাব ছিল না। জীবন সায়াহ্নে এসেও অরুণ ভালো আছে। পেটের ব্যথা কিন্তু আর হয়নি।

নিদানে বিধান

সাহানুর হক

জানিয়ে প্রণাম, মহামানবের নাম
লইছি আমি যে ক্ষুদ্র কবি
আঁধারের চাঁদ, অন্যায়ে প্রতিবাদ
তিনি ছিলেন আলোর রবি।
তাঁর লাগি হায়, এ ছোট্ট কবিতায়
দুটো কথা লিখিতে মনখানা চায়।
যিনি খ্যাতিমান, বঙ্গমায়ের দান
রেখেন গেছেন দুর্দান্ত প্রতিভা।
পিতারও আদর, শাসনের চাদর
দেশ বিদেশ হাতে শিক্ষা
দেরি না করে আর, খুলিলেন চেম্বার
রোগ হতে করিবেন মানুষ রক্ষা।
ডাক্তার হয়ে, ইতিহাস যা কহে
নাড়ি টিপেই বুঝিয়া লইতেন রোগ
হোক না সে যত, বড়ো রোগে আহত
তিনি করিতেন সে রোগকে ভোগ।
গরিবের ক্ষতে, বিপদ হতে
তাঁর মনে লাগিত অনশন।
তিনি চিকিৎসক, মানুষের রক্ষক
দ্বিধাহীন পাশে রইতেন দিয়া মন।
এরপর স্বেচ্ছায়, রাজ্য গঠনের ইচ্ছায়
দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হইলেন বাংলার
ফারাক্কা বাঁধ সহ গড়লেন পাঁচটি শহর
চাই কি বল আর!
তাঁর এইসব কৃতী, কী আর ভুলিবার স্মৃতি
তিনি স্বর্ণাক্ষর বঙ্গ ইতিহাস পাতায়
আর কেউ নন, ভারত রত্ন ম্যান
ড. বিধান চন্দ্র রায়।

কিঁউ কি

দারুণ দিনে প্রশ্নবাণে

প্র. কোন পাখির নামে তদন্ত হয়?
উ. ময়না পাখি।
প্র. কোন পাখি বিত্তশালী?
উ. ধনেশ পাখি।
প্র. কোন পাখি বিদ্যুতের সাথী?
উ. বাজপাখি।
প্র. কোন পাখি আর শিব ঠাকুর একই নামে পরিচিত?
উ. নীলকণ্ঠ পাখি।

কেউ মাটি কেউ সোনা

বিশ্বকাপের তারকারা
কেউ মাটি কেউ সোনা
সদাই টিকে থাকবে পেলে
জিদান, মারাদোনা

ট্যারা বাঁকা

শুদ্ধ করো জগৎ সমাজ

সবার উপর দাঁড়িয়ে তুমি খড়্গ নিয়ে হাতে
অপর হাতে মুণ্ডমালা রক্ত লেগে তাতে,
চণ্ডী রূপে করেছ সংহার নরপিশাচের জাতি
আজকে আবার প্রার্থনা করি, মাগো তোমার প্রতি!
ওঠো তুমি, জেগে ওঠো ধ্যানমগ্ন আসন থেকে,
ভূপৃষ্ঠে নেমে এসো খড়্গ হাতে রুদ্ররূপে,
অসামাজিক শ্রেষ্ঠ প্রাণীর বন্ধ করো খুন দালালি।
কলুষতা মুক্ত করে বাঁচাও সমাজ জয় মা কালী!
স্বার্থসৃষ্ট ধর্ম নিয়ে চলছে শুধুই মরণ খেলা,
মৌন হয়ে দেখছে সমাজ ধর্ষণ মৃত্যুর নোংরা খেলা।
আজকে ভুবন দাঁড়িয়ে আবার ধ্বংস সমুখ পানে,
শুদ্ধ করো জগৎ সমাজ, পিশাচ রক্ত স্নানে।

রবি কিরণে জাগরণে **রবি মল্লিক**

বৃষ্টি আঁকি বৃষ্টি মাখি

মেঘ মেঘ চুল তোর, অভ্রের গয়না। নদীপাতা জল চোখ, ফুলসাজ আয়না। গগনে গরজে মেঘ ঘনবরষা, প্রথম আলাপে প্রেম নাহি ভরসা। রোদ ঢুকেছে ড্রয়িংরুমে, স্মৃতির তখন মনখারাপ। রোদের সাথে ঘুরতে গিয়ে, মেঘের সাথে প্রথামালাপ। সমুদ্র থাকে পড়ার ঘরে, উথাল–পাথাল ঢেউ। কবিতা ওড়ে বালিশ ওড়ে, বৃষ্টি ভেজায় কেউ। বৃষ্টিদিনে প্রেমের প্রথম আলাপের কথা ফুটে উঠুক ১২০ শব্দের মধ্যে। পাঠিয়ে দিন **১৫ জুলাইয়ের ভিতর এই ঠিকানায়– ঘেঁটে ঘ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা–২৬, ই–মেল** ghentegha@gmail.com **(পিডিএফ–এ)**